সরকারি শামসুল হক কলজেে প্র্যাকটকি্যাল পরীক্ষায় ‘রডেি খাতা’ জমা নওেয়ার অভযিোগ

লখেক: প্রকাশক | প্রকাশতি: 20 August 2026, 03:25 PM | বভিাগ: সারাদশে



টাঙ্গাইলরে কালহিাতী উপজলোর এলঙ্গেোয় অবস্থতি সরকারি শামসুল হক কলজেে এইচএসসি পরীক্ষার্থীদরে আইসটিি, গণতি, পদার্থবজি্ঞান ও রসায়নরে প্র্যাকটকি্যাল পরীক্ষায় কম্পউিটারে টাইপ করা ‘রডেি খাতা’ জমা নওেয়ার অভযিোগ উঠছেে কয়কেজন শক্ষিকরে বরিুদ্ধে।

শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, আইসিটির প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষার জন্য কলেজের শিক্ষক আমির হোসেনের কাছ থেকে ৫০ টাকা করে টাইপ করা স্পাইরাল খাতা কিনতে হচ্ছে। একই ধরনের খাতা কলেজের প্রধান ফটকের পাশের কয়েকটি দোকানেও বিক্রি হচ্ছে বলে দাবি তাদের।

অভিযোগ রয়েছে, ২০২১ সাল থেকে ২০২৬ সাল পর্যন্ত একই ধরনের তৈরি করা প্র্যাকটিক্যাল খাতা বিক্রি ও জমা নেওয়ার মাধ্যমে অর্থ আদায় করা হচ্ছে। তবে এ অভিযোগের বিষয়ে স্বাধীনভাবে দীর্ঘ সময়ের আর্থিক লেনদেনের পরিমাণ যাচাই করা সম্ভব হয়নি।

শিক্ষার্থীদের আরও অভিযোগ, গণিত, পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নের প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষার জন্যও একইভাবে প্রস্তুত করা খাতা জমা নেওয়া হচ্ছে। এসব বিষয়ে শিক্ষক নিরঞ্জন কুমার সরকার ও কৃষি শিক্ষক মোশাররফ হোসেনের বিরুদ্ধেও অভিযোগ করেছেন কয়েকজন শিক্ষার্থী।

সরেজমিনে কলেজে গিয়ে পরীক্ষার্থীদের হাতে কম্পিউটারে টাইপ করা স্পাইরাল খাতা দেখা যায়। এসব খাতার প্রচ্ছদে সরকারি শামসুল হক কলেজের নাম লেখা ছিল। কয়েকটি খাতায় আগের পরীক্ষার্থীদের নাম, রোল ও সেশন মুছে নতুন পরীক্ষার্থীদের নাম, রোল ও সেশন লেখা হয়েছে বলে দেখা যায়।

বিজ্ঞান বিভাগের প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষার ক্ষেত্রেও একই ধরনের খাতা ব্যবহারের অভিযোগ পাওয়া যায়। শিক্ষার্থীদের কয়েকজন জানান, টাকা দিয়ে খাতা সংগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের কাছেই জমা দিয়েছেন তারা।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন শিক্ষার্থী বলেন, আইসিটির প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষার জন্য আমির হোসেনের কাছ থেকে ৫০ টাকা দিয়ে খাতা কিনেছেন তারা। একই খাতা কলেজের পাশের দোকান থেকেও পাওয়া যায় বলে জানান তারা।

তাদের ভাষ্য, খাতার ওপর আগের বছরের পরীক্ষার্থীদের নাম ও অন্যান্য তথ্য লেখা ছিল। সেগুলো মুছে নতুন পরীক্ষার্থীদের নাম, রোল ও সেশন লেখা হয়েছে।

কলেজের প্রধান ফটকের পাশের একটি দোকানের মালিক সাধন বলেন, বর্তমানে তার দোকানে আইসিটি প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষার খাতা নেই, শেষ হয়ে গেছে। বিকেলে আমির হোসেন স্যার খাতা পাঠালে আবার পাওয়া যাবে বলে জানান তিনি।

অভযিোগরে বষিয়ে শকি্ষক আমরি হোসনে প্রথমে প্র্যাকটকি্যাল পরীক্ষার ‘রডেি খাতা’র বষিয়টি অস্বীকার করনে। পরে তনিি বলনে, কছিু খাতা গত বছররে ছলি এবং সগেুলো হয়তো শকি্ষার্থীদরে হাতে গছে।

অন্যদকিে গণতিরে শকি্ষক নরিঞ্জন কুমার সরকার বলনে, অনকে কলজেইে এ ধরনরে খাতা তরৈি করে পরীক্ষা নওেয়া হয়। তনিি নজিে ঢাকা থকেে কলজেরে নামে খাতা তরৈি করয়িে শকি্ষার্থীদরে পরীক্ষা নচি্ছনে বলে স্বীকার করনে।

তনিি বলনে, এভাবে খাতা তরৈি করে পরীক্ষা নওেয়া যাবে না, বষিয়টি তাঁর জানা ছলি না। এটি তাঁর ভুল হয়ছেে এবং ভবষি্যতে আর এমন করবনে না।

সরকারি শামসুল হক কলজেরে অধ্যক্ষ আনোয়ারুল কবীর বলনে, প্র্যাকটকি্যাল পরীক্ষার ‘রডেি খাতা’ জমা নওেয়ার বষিয়টি তাঁর জানা নইে। কোনো শকি্ষক এ ধরনরে কাজ করে থাকলে বষিয়টি খোঁজ নয়িে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নওেয়া হব।ে

অতরিকি্ত জলো প্রশাসক (শকি্ষা) মোছা. লায়লা আঞ্জুমান বানু বলনে, এ ধরনরে কোনো তথ্য তাঁর জানা নইে। বষিয়টি খোঁজ নয়িে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নওেয়া হব।ে

কলজেরে কয়কেজন শকি্ষক ও শকি্ষার্থীর অভযিোগ, এর আগওে কলজেরে বভিন্নি অনয়িম ও সম্পদ রক্ষার বষিয়ে মাধ্যমকি ও উচ্চমাধ্যমকি শকি্ষা বোর্ড, জলো প্রশাসন ও দুর্নীতি দমন কমশিনসহ বভিন্নি দপ্তরে অভযিোগ দওেয়া হয়ছে।ে তবে এসব অভযিোগরে বষিয়ে কার্যকর প্রতকিার পাওয়া যায়নি বলে দাবি তাদরে।

১৯৭২ সালে বীর মুক্তযিোদ্ধা আব্দুল হাকমি তালুকদাররে উদ্যোগে প্রতষি্ঠানটি প্রতষি্ঠতি হয়। আওয়ামী মুসলমি লীগরে প্রতষি্ঠাতা সম্পাদক শামসুল হকরে নামে কলজেটরি নামকরণ করা হয়।

১৯৮৪ সালে এটি উচ্চমাধ্যমকি কলজে হসিবেে প্রতষি্ঠতি হয় এবং একই বছররে ১ মে প্রথম এমপওিভুক্ত হয়। ২০১৮ সালরে ৮ আগস্ট প্রতষি্ঠানটি সরকারকিরণ করা হয়। বর্তমানে সরকারি শামসুল হক কলজেে উচ্চমাধ্যমকি ও স্নাতক পর্যায়ে শকি্ষা কার্যক্রম পরচিালতি হচ্ছ।ে

© 2026 আপনার নডিজ পোর্টাল। সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।
এই প্রতিবেদনটি আমাদের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা হয়েছে।